প্রতারণা বনাম সদয়-তত্ত্বাবধান

আদিপুস্তক ৩০ অধ্যায় ২৫ - ৩১ অধ্যায় ৯৬ পদ

আমাদের এই পাপপূর্ণ পৃথিবীর একটি সাধারণ চেহারা হল, সেখানে আমরা কেউই নিজের ক্ষতিস্বীকার করতে রাজি নই। আমরা সবাই স্বার্থচেষ্টা করে থাকি। আর তাই আমরা সেখানে এমন অনেক প্রবাদ-বাক্য শুনতে পাই, *"ইট মারলে পাটকেল খেতে হয়,"* কিংবা *"সাপে-নেউলে সম্পর্ক"*। আর যখন এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা দুই সমান প্রতিপক্ষের মধ্যে ঘটে, তখন তা চরম আকার ধারণ করে। আজ আমরা দুই প্রতারক, লাবন ও যাকোবের মধ্যে এর পুনরাবৃত্তি দেখতে চলেছি। অপরকে প্রতারিত করার বিষয় একে অন্যকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা তাদের মধ্যে অব্যাহত।

ক। <u>দর কষাকষি</u>: যাকোবের ভালোবাসার স্ত্রী রাহেলের গর্ভে যোষেফের জন্ম হলে, যাকোবের মনে বাড়ী ফেরার চিন্তা এল। ২৫ পদে বলা হয়েছে, ***"রাহেলের গর্ভে যোষেফ জন্মিলে পর যাকোব লাবনকে বলল, আমাকে বিদায় করুন, আমি স্বস্থানে, নিজ দেশে প্রস্থান করি।"*** অর্থাৎ, যাকোব তার পরিবারসহ নিজের দেশে, তথা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত দেশে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু লাবন চায় যাকোব যেন তার সঙ্গেই থাকে। কিন্তু লাবনের এই ইচ্ছার পেছনে তাদের পারিবারিক-বন্ধন যে কাজ করেছে, তা নয়, পরিবর্তে যাকোবের উপস্থিতির দ্বারা লাবন নিজের ব্যবসায়িক লাভের চেষ্টা করেছে। কারণ লাবন দেখেছে, যাকোব যখন থেকে তার পশুপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, তখন থেকেই তার লাভ অনেক বেড়ে গেছে। তাই, লাবন যাকোবকে ছাড়তে রাজি নয়। ২৭ পদে লাবন যাকোবকে এমন কথা বলেছে, ***"আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকি (তবে থাক); কারণ আমি অনুভবে জানলাম, তোমার অনুরোধে সদাপ্রভু আমাকে আশীর্বাদ করলেন।"*** আর তাই বেশ ঔদার্য/বদান্যতা প্রকাশ করে লাবন যাকোবকে নিজের বেতন স্থির করতে বলেছে, ***"তোমার বেতন স্থির করে আমাকে বল, আমি দেব"*** (২৮ পদ)।

যাকোব কিন্তু লাবনের এই প্রস্তাব শুনে আনন্দে নাচ করেনি, কারণ যাকোবের নিশ্চয়ই মনে পড়েছিল এর আগেও তার মামা তাকে একই প্রস্তাব দিয়েছিল (২৯:১৫), এবং শেষপর্যন্ত যে রাহেলের জন্য সে ৭ বৎসর পরিশ্রম করেছিল, বেতন হিসাবে তাকে না দিয়ে, লাবন লেয়াকে দিয়েছিল। যাকোব এবারে কিন্তু একই ভুল করতে চায় না, তাই সে আট-ঘাট বেঁধে এগোতে চায়। অনেক ভেবেচিন্তে যাকোব লাবনকে বলেছে, ***"আমি যেরূপ আপনার দাস্যকর্ম করেছি, এবং আমার কাছে আপনার যেরূপ পশুধন হয়েছে, তা আপনি জানেন। কারণ আমার আসবার আগে আপনার অল্প সম্পত্তি ছিল, এখন বৃদ্ধি পেয়ে প্রচুর হয়েছে; আমার যত্নে সদাপ্রভু আপনাকে আশীর্বাদ করেছেন"*** (২৯-৩০)। অর্থাৎ, সাধারণ জ্ঞান থেকেও লাবন জানে যে, তার পশুপালনে যাকোবের উপস্থিতি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যাকোবের উপস্থিতি যখন এইভাবে লাবনকে লাভবান করেছে, তখন যাকোবের নিজের কী লাভ হয়েছে? ৩০ পদের শেষাংশে যাকোব বলেছে, ***"কিন্তু আমি নিজ পরিবারে জন্য কবে সঞ্চয় করব?"***

যাকোবের এই কথা শুনে লাবন যাকোবকে বলেছে, ***"আমি তোমাকে কী দেব?"*** এই কথা শুনে, যাকোব হয়ত তার মামার দেওয়া পুরানো উপহারের কথা (রাহেলের পরিবর্তে লেয়া) মনে পড়েছে, তাই যাকোব মামার কাছ থেকে কিছু পেতে তেমন উৎসাহী নয়, সে নিজের বিষয়-আশয় নিজেই লাভ করতে বেশি আগ্রহী। তাই, যাকোব তার উত্তরে লাবনকে বলল, লাবনকে কিছুই দিতে হবে না, পরিবর্তে, যাকোব যা অর্জন করবে, তা রক্ষা করার অধিকার যেন তাকে দেওয়া হয় (৩১ পদ)। এই সময় যাকোব লাবনকে যে প্রস্তাব দিয়েছিল, তা উপরে উপরে খুবই পরিষ্কার: পশুপালের মধ্যে বিচিত্র রঙের যে সমস্ত পশু থাকবে, অর্থাৎ যে সমস্ত মেষ সম্পূর্ণ সাদা নয় এবং যে সমস্ত ছাগল সম্পূর্ণ কালো নয়, সেগুলি যাকোব পাবে; আর লাবন অবশিষ্ট সমস্ত পশু পাবে। **একদিকে**, এই প্রস্তাব যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত, কারণ পালের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

মধ্যে যেহেতু এমন বিচিত্র রঙের পশুদের উপস্থিতির শতকরা হার মোটামুটি নির্দিষ্ট; সেইহেতু যদি পালের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহলে উভয়েই লাভবান হবে। আর যদি পালের পরিমাণ হ্রাস পায়, তাহলে উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। **অন্যদিকে**, এই প্রস্তাব লাবনের কাছে যথেষ্ট লোভজনক, কারণ লাবন ভালো করেই জানে যে, পশুপালের মধ্যে এমন বিচিত্র রঙের পশুদের সংখ্যা কত কম; তাই, এই শর্তে লাবনই লাভবান হবে। **আবার**, এই প্রস্তাব মেনে চললে একে অন্যকে প্রতারিত করার চেষ্টাকেও এড়ানো যাবে, কারণ পশুদের রং দেখে তাদের সহজেই পৃথক করা সম্ভব হবে। লাবন তাই বিনা দ্বিধায় বলেছে, ***"দেখ, তোমার কথা মতোই হোক"*** (৩৪)।

কিন্তু প্রতারকদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, তারা সব সময় নিজের লাভ খুঁজতে প্রস্তাব বা শর্তের মধ্যে ফাঁক খুঁজতে চেষ্টা করে। এখন, তাদের মধ্যে যে সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল, তাতে পালের মধ্যে প্রথম থেকেই বিচিত্র রঙের যে সমস্ত পশু আছে, তাদের অধিকারী কে হবে, তা বলা হয়নি, কেবল বিচিত্র রঙের যে সমস্ত পশু জন্মাবে তাদের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি যাকোবের হবে। তাই, চালাক লাবন যাকোবের সঙ্গে এই সন্ধিতে তাড়াতাড়ি স্বাক্ষর করে, যাকোব অনুসন্ধান করার আগেই যত বিচিত্র রঙের পশু ছিল, তাদের সবাইকে নিজের ছেলেদের হাতে তুলে দিয়ে তিন দিনের পথের দূরত্বে লুকিয়ে রাখল (৩৫-৩৬ পদ)। এই কাজের পেছনে লাবনের উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার, এইভাবে বিচিত্র রঙের পশুদের পৃথক করার দ্বারা বিচিত্র রঙের মেষ ও ছাগলের জন্মাবার সম্ভাবনাকে লাবন কমাতে চেষ্টা করেছে।

কিন্তু যাকোব এত সহজে হেরে যাবার লোক নয়। ৩০:৩৭-৪২ পদে আমরা দেখতে পাই, যাকোব এক অদ্ভুত পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। সেই পদ্ধতিটি হল, কিছু গাছের ডাল কেটে, তাদের ছাল ছাড়িয়ে সে জলের মধ্যে রেখে দিত, আর গর্ভধারণের সময় সেই জল খেলে বিচিত্র রঙের শাবকরা জন্মাত। আর যাকোব ইচ্ছা করে বলবান পশুদেরকে সেই জল পান করাত। ফলস্বরূপ, বিচিত্র রঙের বলবান পশুদের সংখ্যা দিন-প্রতিদিন বৃদ্ধি পেতে থাকল। লাবনের প্রতারণা যাকোবের চোরের উপর বাটপাড়ি করার দ্বারা পরাস্ত হয়েছে। ২০ বৎসর পূর্বে, যাকোব যখন প্রথম পদ্দন-অরামে এসেছিল, তখন লাবনের দুটি বিষয় যাকোবের মনে ধরেছিল: **রাহেল** ও **পশুপাল**। অনেক লড়াই করে যাকোব এখন দুটিরই অধিকারী। ৪৩ পদে বলা হয়েছে, ***"যাকোব অতি বৃদ্ধি পেল, এবং তার পশু ও দাস-দাসী এবং উট ও গাধা যথেষ্ট ছিল।"***

খ। <u>বাড়ি ফেরার পিছুটান</u>: মামার সঙ্গে চালাকির লড়াইয়ে যাকোব যদিও জয়ী হয়েছে, কিন্তু তার জন্য তাকে মূল্য দিতে হয়েছে। যাকোবকে জয়ী হতে দেখে, লাবন ও তার পরিবারের সঙ্গে যাকোবের সম্পর্কে অবনতি ঘটেছে। লাবনের পুত্রদের কথা যাকোবের কানে গেছে, ***"যাকোব আমাদের পিতার সর্বস্ব চুরি করেছে, আমাদের পিতার ধন থেকে তার এই সমস্ত ঐশ্বর্য হয়েছে"*** (৩১:১)। সঙ্গে সঙ্গে যাকোব আরও দেখেছে, মামা আর তার প্রতি তেমন সন্তুষ্ট নয়, ***"যাকোব লাবনের মুখ দেখল, আর দেখ, তা আর যাকোবের প্রতি আগেকার মতো নয়"*** (২ পদ)। প্রতারণা হল এমন বিষয়, যা সর্বদা সম্পর্ককে ধ্বংস করে। কিন্তু মামার সঙ্গে যাকোবের সম্পর্কে এইভাবে চিড় ধরার ফলস্বরূপ, যাকোবের মধ্যে প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা পুনরায় জাগরিত হল।

হ্যাঁ, প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছার পেছনে প্রথম যে কারণটি কাজ করেছে, তা হল, **মামা-ভাগনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি**। যাকোবের প্রতি মামা ও তার ছেলেদের ব্যবহারে যে পরিবর্তন যাকোব উপলব্ধি করেছে, তা তাকে বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা যুগিয়েছে। স্বস্তিকর বা আরামপ্রদ পরিবেশ সর্বদা আমাদের স্থায়ী বসবাসে ও শিকড় ছড়াতে অনুপ্রাণিত করে, যা দেখে মনে হয়, এই পৃথিবীই যেন আমাদের চিরস্থায়ী আবাস। মামার সঙ্গে যাকোবের সম্পর্ক যদি অটুট থাকত, তাহলে হয়ত যাকোব কখনও মামার বাড়ি ত্যাগ করার কথা চিন্তা করত না।

আমরা যেন এর তাৎপর্য উপলব্ধি করি। সমস্যা সৃষ্টির দ্বারাই ঈশ্বর যাকোবকে প্রতিজ্ঞাত

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

দেশে প্রত্যাবর্তনে আহ্বান করেছিলেন। আমাদের চিন্তার বিপরীতে ঈশ্বর তাঁর কাজ করে থাকেন। কোনও ব্যতিক্রম ছাড়া, আমরা প্রত্যেকেই সমস্যাহীন স্বাভাবিক জীবনের অধিকারী হতে চাই। আর তাই এমন জীবনের অধিকারী হবার জন্য আমরা প্রত্যেকেই প্রার্থনা করে থাকি বা পরিকল্পনা করে থাকি। আমরা সর্বদা নিঃঝঞ্ঝাট জীবনের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে থাকি। কিন্তু অনেক সময় আমাদের আকর্ষণ লাভ করতে ও তাঁর প্রতি বাধ্যতার জীবন যাপন করতে ঈশ্বর আমাদের স্বস্তিকর ও আরামপ্রদ জীবনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারেন। তিনি অনেক সময় আমাদের জীবনের বিভিন্ন ব্যর্থতাকে ব্যবহার করে তাঁর উপর নির্ভর করতে আমাদেরকে তাঁর কাছে আনতে পারেন। বিশ্বাসী আমাদের জীবনের সেই সমস্ত ঘটনাকে আমরা স্মরণ করতে পারি, যখন আমাদের আরামপূর্ণ জীবনে ব্যাঘাত ঘটিয়ে ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর উদ্দেশে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য করেছেন। তাই, ঈশ্বর যখন তাঁর আপন সার্বভৌমত্বে আমাদের জীবনের স্বস্তিকে দূর করেন, তখন যেন আমরা আশাহত না হই, পরিবর্তে জানি, ***"যারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, যারা তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে আহূত, তাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কাজ করছে"*** (রোমীয় ৮:২৮)।

গ। <u>ঈশ্বরের হাত</u>: তাই বলে আমাদের জীবনে ঈশ্বর যে সব সময় সবাইকে একই পথে পরিচালনা দেন, তা নয়। ঈশ্বর তাঁর আপন সার্বভৌমত্বে বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন পথে পরিচালনা দিয়ে থাকেন। এমনকী একই ঘটনার মাধ্যমে তিনি দুইজন ব্যক্তিকে দুই ভাবে পরিচালনা দিতে পারেন। আমরা যখন প্রতিকূল পরিবেশ বা পরিস্থিতির মুখোমুখি হই, তখন তার মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের কী বলতে চাইছেন, তা উপলব্ধি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই প্রতিকূলতার দ্বারা তিনি কি আমাদের গতিপথ পরিবর্তন করতে, না কি, তা সহ্য করতে বলছেন, তা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। বিরক্তিকর, ক্লান্তির বা ব্যাথার কোনও ঘটনা যখন আমাদের জীবনে ঘটে, তখন যে সর্বদা তার অর্থ আমাদের জীবনের গতি পরিবর্তন, তা নয়। অনেক সময় তার অর্থ এও হতে পারে, আমরা যেন তা বিশ্বস্ততার সঙ্গে সহ্য করি।

কিন্তু এখানে যাকোবের ক্ষেত্রে, মামার পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতির দ্বারা ঈশ্বর তাকে কী বলতে চেয়েছেন, তা স্পষ্ট করে তাকে জানাতে, ঈশ্বর তাকে স্বপ্নের মাধ্যমে পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছেন (৩১:১১-১৩)। ১৩ পদের শেষাংশে ঈশ্বর যাকোবকে যে স্পষ্ট আদেশ দিয়েছেন, তা হল, ***"এখন উঠ, এই দেশ ত্যাগ করে নিজের জন্মভূমিতে ফিরে যাও।"*** এর আগে আমরা দেখেছি, স্বপ্নের মাধ্যমেই যাকোব বেথেলে ঈশ্বরের প্রথম সাক্ষাৎ পেয়েছিল (২৮:১২), এখানে সেই একই পদ্ধতিতে যাকোব কী করবে, তা জেনেছে।

এই স্বপ্নের মাধ্যমে ঈশ্বর আরও একটি বিষয় যাকোবকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর সেই বিষয়টি হল, বিচিত্র রঙের পশুরা যাতে জন্মায় তার জন্য যাকোব যে অস্বাভাবিক পদ্ধতি/কৌশল (গর্ভধারণের সময় ছাল ছাড়ানো গাছের ডালপালা পূর্ণ জল পান করানো) ব্যবহার করেছে, তার দ্বারা যে তার ইচ্ছা চরিতার্থ হয়েছে, তা নয়। যাকোবের চালাকি বা কঠোর পরিশ্রম যে যাকোবকে ধনী করেছে, তা নয়; ঈশ্বরের আশীর্বাদই তাকে ধনবান করেছে। যাকোবের স্বপ্নে ঈশ্বর পরিষ্কারভাবে এই কথা বলেছেন, ***"তোমার চোখ তুলে দেখ, স্ত্রীপশুদের উপরে যত পুংপশু উঠছে, সকলেই রেখাঙ্কিত, চিত্রাঙ্গ ও চিত্রবিচিত্র"*** (১২ পদ)। সেই স্বপ্নে ঈশ্বর যাকোবকে আরও বলেছেন, ***"যে স্থানে তুমি স্তম্ভের অভিষেক ও আমার কাছে মানত করেছ, সেই বেথেলের ঈশ্বর আমি"*** (১৩ক পদ)। এর অর্থ, ২০ বৎসর পূর্বে ঈশ্বর বেথেলে যাকোবকে দেখা দিয়ে তাকে যে আশীর্বাদ করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা তিনি পূর্ণ করেছেন, তাই যাকোব এখন ধনবান হয়েছে। যাকোবকে আশীর্বাদ করার পরিকল্পনা যদি ঈশ্বরের না থাকত, তাহলে যাকোবের হাজার পদ্ধতি বা কৌশল কোনও কাজে লাগত না।

আমাদের কাছে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। অনেক সময় আমরা আমাদের চালাকি বা কৌশলের উপর এতখানি আস্থা রাখি যে, আমাদের সমৃদ্ধি বা উন্নতি বা সাফল্যের পেছনে কেবল তাদের দেখে থাকি। ব্যবসাতে সাফল্যের সঙ্গে অর্থলগ্নি,

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

বাধ্য সন্তানদের প্রতিপালন, অথবা মণ্ডলী বৃদ্ধির কার্যক্রমের পেছনে আমরা নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করে থাকি। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে উন্নত করার কিংবা মণ্ডলী বৃদ্ধি করার বিভিন্ন নিশ্চিত উপায় ও ফর্মূলার বই দোকানে উপচে পড়ার উপক্রম। কিন্তু শাস্ত্র আমাদের শিক্ষা দেয়, ***"যদি সদাপ্রভু গৃহ নির্মাণ না করেন, তবে নির্মাতারা বৃথাই পরিশ্রম করে; যদি সদাপ্রভু নগর রক্ষা না করেন, রক্ষক বৃথাই জাগরণ করে"*** (গীত ১২৭:১)। যখন সমস্ত বিষয় আমাদের চিন্তানুসারে ঘটে, তখন আমরা খুব সহজে যে কথা চিন্তা করে থাকি, তা হল, আমাদের বুদ্ধিমত্তা, কৌশল ও পরিশ্রমই আমাদের সাফল্যের চাবিকাঠি। যত সব বোকার চিন্তা! আসলে, ঈশ্বরই আমাদের মাধ্যমে তাঁর পরিকল্পনা পূর্ণ করে চলেছেন, এবং সেই কারণে একমাত্র তিনিই সমস্ত কৃতিত্ব পাবার যোগ্য।

ঈশ্বর যাকোবের কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন, তিনি যাকোবকে পুনরায় কনানে ফিরিয়ে আনবেন (২৮:১৫), সেই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতার সময় উপস্থিত হয়েছে, তাই ঈশ্বর যাকোবকে বললেন, ***"তুমি নিজের পিতার দেশে আত্মীয়দের কাছে ফিরে যাও, আমি তোমার সহবর্তী হব। . . . এখন উঠ, এই দেশ ত্যাগ করে আপন জন্মভূমিতে যাও"*** (৩১:৩, ১৩)। তখন যাকোব ঈশ্বরের কথা মেনে লোক পাঠিয়ে লেয়া ও রাহেলকে মাঠে ডেকে পাঠিয়ে সেই কথা জানাল এবং তার বিরুদ্ধে তাদের পিতার প্রতারণার কথাও বলল (৩১:৪-৯)। যাকোবের কথা শুনে লেয়া ও রাহেল যে উত্তর দিয়েছিল, তা হল, ***"পিতার বাড়ীতে আমাদের কি আর কিছু অংশ ও অধিকার আছে? আমরা কি তার কাছে বিদেশিনীরূপে গণ্য নই? তিনি তো <u>আমাদের বিক্রি করেছেন</u> এবং <u>আমাদের রৌপ্য নিজে ভোগ করেছেন</u>"*** (৩১:১৪-১৫)। সেই সময় প্রাচীন নিকট প্রাচ্যে *(Ancient Near East)* বিবাহের যে নিয়ম ছিল, তাতে কনের মূল্য হিসাবে স্বামীর পরিবার থেকে যে অর্থ দেওয়া হত, তা সেই স্ত্রী পরিত্যক্ত হলে কিংবা বিধবা হলে, তার সংস্থানের জন্য রেখে দেওয়া হত। কিন্তু যাকোব এমন কোনও অর্থ দিতে না পারলেও, দীর্ঘ ১৪ বৎসরের তার শ্রম দিয়েছিল। তাই, যাকোবের সেই শ্রমের বেতন তার স্ত্রীদের জন্য পৃথকীকৃত করে রেখে দেওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু আমরা যে বিবরণ পাই, সে বিষয়ে এমন কোনও উল্লেখ না থাকায়, আমরা ধরে নিতে পারি, যাকোবের পরিশ্রম থেকে কেবল লাবনই উপকৃত হয়েছে। তাই, মনে হয়েছে, লাবন তার কন্যাদেরকে যাকোবের কাছে বিক্রি করেছে। আর তাই তারা পিতার গৃহে ক্রমশ বসবাস করতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নয়। এখন প্রশ্ন হল: যে লাবন যাকোবের সঙ্গে চালাকি করেছে, তার কন্যাদের অধিকার নিজে ভোগ করেছে, সে কি ঈশ্বরের ন্যায়বিচার এড়িয়ে যেতে পেরেছে?

শাস্ত্র আমাদের পরিষ্কার শিক্ষা দেয়, যাকোবকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে ঈশ্বর লাবনকে তাঁর ন্যায়বিচার সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ সেই স্বপ্নে ঈশ্বর যাকোবকে বলেছেন, ***"লাবন তোমার প্রতি যা যা করে, তা সকলই আমি দেখলাম"*** (৩১:১২)। এই কথার অর্থ, মামা লাবনের প্রতারণা বা চালাকি দেখে যাকোবের আশাহত হবার বা ভয় পাবার কোনও প্রয়োজন নেই; মামার চালাকি যে শেষপর্যন্ত জয়লাভ করবে, তা নয়। মামা সন্ধির ফাঁক-ফোকর খুঁজে বের করে ফন্দি আঁটতে পারে, কিন্তু তা যে শেষপর্যন্ত জয়ী হবে, তা নয়। আপনার জীবনে এমন কি কেউ আছে, যাকে আপনি ভয় করেন, যে তার চালাকির দ্বারা আপনাকে জব্দ করতে চাইছে। তাকে ভয় করবেন না। কারণ সে যত চালাক হোক না কেন, ঈশ্বরের সামনে তার চালাকি ধোপে টিকবে না। তাই, আপনি আমি নিরাপদে সেই সমস্ত বিষয় ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করতে পারি। অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে, লাবনের মতো লোকদের প্রতি ঈশ্বর তাঁর ন্যায়বিচার কখন সাধন করবেন, তা আমরা জানি না। তিনি ইচ্ছা করলে, তাদের পার্থিব জীবনকালে তা না-ও করতে পারেন, কিন্তু শেষবিচারকে কেউই এড়াতে পারবে না। তাই, আশাহত হবার বা ভয় পাবার কোনও কারণ নেই, আমরা জানি, তিনি তাঁর সার্বভৌমত্বে তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা পূর্ণ করে চলেছেন। তা স্বীকার করে, আসুন, তাঁর পরিকল্পনা পূর্ণতার পথে আমাদের দায়িত্ব পালন করি (ইফি ২:১০; ফিলি ২:১৩)। আসুন, তাঁর বাধ্য হই, এবং সমস্ত কৃতিত্ব ও গৌরব কেবল তাঁকে দিই।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com